বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেসন সেন্টার

৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪৫
ফোন ঃ ২৪৭৩ ৯৬৪২

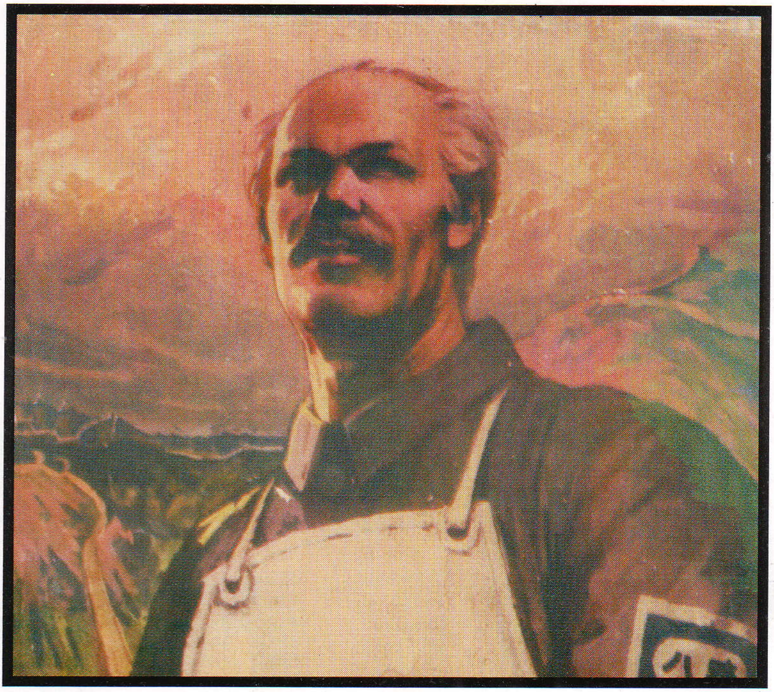

নর্মান বেথুন - এর

জন্ম এবং মৃত্যু

১৮৯০ - ১৯৩৯

সম্পাদক

বিমল চ্যাটার্জী

মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ ডাঃ নর্মান বেথুন

ম্যালকম নিকলসন বেথুন এবং এলিজাবেথ অ্যান গুডউইন-এর তৃতীয় সন্তান নর্মান বেথুন ১৮৯০ সালের মার্চ সালে কানাডার অন্টারিও শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

মানবপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত নিতামাতার মানবসেবা ছোটবেলা থেকেই নর্মানের মনে গভীর রেখাপাত করে।

পিতামাতার যাযক হিসেবে ছিল ঘোরাঘুরির কাজ। নর্মানকেও তাঁদের সঙ্গেই ঘুরতে হত। যার ফলে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছিল নর্মানকে। পরিশেষে টরোন্টোর এক পাবলিক স্কুল থেকে তিনি স্নাতক হন।

কলেজে পড়া কালীন ডারউইনের বিবর্তনবাদ-এর প্রতি তিনি বেশি করে আকৃষ্ট হন।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমনই ছিল যে, নর্মান বেথুন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তখন খবরের কাগজ বিলি করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বেস্তোঁরায় ওয়েটার-এর কাজ করে তিনি হাতখরচ এর টাকা রোজগার করতেন।

নর্মান-এর বয়স তখন ২৪ M.D ডিগ্রী পেতে মাত্র ১ বছর বাকী ঠিক তখন শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে Canadian Division-এর Field Ambulance-এ স্ট্রেচার বাহকের কাজ নিলেন নর্মাণ।

যুদ্ধ শেষ হলে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর M.D ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ব্রিটিশ নেভিতে যোগ দিয়ে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন।

১৯২৩ সালে নর্মান তাঁর M.D পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এডিনবর্‌গএ যান। সেখানেই ফ্রান্সিস ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বিবাহ হয়।

১৯২৪ সাল। নর্মান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডেট্রয়েট-এ একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া নেন। তখন আর্থিক অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। অবশেষে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলেন। ডেট্রয়েট শহরের একটা হাসপাতালে সার্জেন হিসেবে কাজে যোগ দিলেন নর্মান। অর্থসঙ্কটের সমাধান হলো বটে কিন্তু হাসপাতাল এবং রোগী নিয়েই চলে যেত এক একটা দিন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের অথবা একান্তে সময় কাটানোর সময় পর্যন্ত পেতেন না নর্মান।

অতিপরিশ্রম এবং খাওয়া দাওয়ার অনিয়মের ফলে হঠাৎই নর্মান মারাত্মক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "আমার জীবন শেষের পথে। কিন্তু সামনে পড়ে রয়েছে তোমার গোটা জীবন। আমি চাই তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে তোমার নিজের পথে চলো।" ফ্রান্সিস কিছুতেই রাজি না হওয়াতে বেথুন গোঁ ধরেন যে তিনি কিছুতেই স্যানেটোরিয়ামে যাবেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

অসুস্থতার খবর শুনে তাঁর পিতামাতা টরোন্টো পৌছে যান। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

একদিন The Surgery of Pulmonary Tuberculosis নামে একটা বই নর্মান-এর হাতে এসে পড়ে। পাগলের মত সারারাত জেগে বইটি তিনি পড়েন এবং Pneumothorasic চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর নিজের ওপর প্রয়োগ করেন। সুস্থ হয়ে যান তিনি।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে বেথুন ডেট্রয়েটে পৌছান। সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন তাঁর পুরোনো হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ও কর্মচারীদের। সেখানে আবার যোগ দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করেন। বেশ কিছু অর্থও উপার্জন করেন। তারপর তিনি নিউইয়র্ক-এর Ray Brook হাসপাতালে যোগ দেন এবং সেখানে দু-বছর কাজ করেন। তার কিছুকাল পরে তিনি McGill বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

সৌভাগ্যবশত স্ত্রী ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটে। এবার তিনি পরিপূর্ণ একজন মানুষ ।

Dr. Archibald-এর সঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই বিভিন্ন ডাক্তারী যন্ত্রপাতি সমূহকে পরিবর্তন করে নতুনভাবে রূপদান করার একটা ইচ্ছা তাঁর মধ্যে কাজ করত। তাঁর নবপ্রবর্তিত যন্ত্রপাতি সহকর্মীরা দেখে বেথুনকে উৎসাহ যোগাতে লাগলেন এবং তাঁকে নবপ্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। এই সময় বেথুন Pneumothroax ছাড়া আরও আধডজন যন্ত্রের নকশা প্রস্তুত করেন।

কাজের প্রতি অদম্য একাগ্রতা এবং নিজের পেশায় পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়ার কারণে নর্মানকে কাছে পেতেন না স্ত্রী ফ্রান্সিস। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি বিচ্ছেদ চান নর্মানের কাছ থেকে। বিচ্ছেদ দেওয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না নর্মানের।

বেথুনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতেই থাকল। ১৯৩৫ সালে তিনি Canadian Medical Association-এর জার্নালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

নিজের জগতের বাইরে তাকিয়ে নর্মান দেখতে পেলেন সেই জগতের বিপন্ন অবস্থা। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত অথচ কানাডা পুড়িয়ে দিচ্ছে তার উৎপাদিত গম। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ এক কাপ কফির জন্য ভিক্ষে করছে অথচ ব্রাজিল তার উৎপাদিত কফি ফেলে দিচ্ছে সমুদ্রে। মন্ট্রিলের শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির শিকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ মন্ট্রিলের দক্ষিনাঞ্চলে উৎপাদিত কমলালেবু গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। এই রকম অবস্থা পরিবর্তনের চিন্তা, এই ধরনের সমাজ বদলের চিন্তা বেথুনের মাথায় ঘোরাফেরা করতে লাগল।

১৯৩৫ সালের মার্চে বার্লিনে গর্জে উঠলেন হিটলার। স্পেনের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী অশান্ত হয়ে উঠল। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল চীনদেশে। বেথুন বিচলিত হয়ে পড়লেন হাজার হাজার যক্ষ্মা রোগীদের কথা ভেবে যারা টি.বি. ক্লিনিকে যেতে পারত না পয়সার অভাবে তিনি ডাক্তারবাবুদের বললেন বিভিন্ন জেলার বস্তিতে গিয়ে চিকিৎসা করতে। আর্থ সামাজিক বিষয়গুলো নিয়েও তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। একদল প্রতিবাদকারী একদিন তাদের শিশুদের জন্য দুধ, তাদের স্ত্রীদের জন্য রুটি এবং নিজেদের জন্য চাকরির দাবিতে জোরদার আন্দোলন করছিলেন। বিচলিত হয়ে পড়লেন বেথুন।

পরের দিনই মন্ট্রিলে Unemployed Association-এর মিটিংয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "আমি নর্মান বেথুন। আমার কাছে আপনারা যাকেই পাঠাবেন আমি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করব। আশা করছি আরও দশজন ডাক্তারবাবুকে দিয়েও এরকম বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারব। তিনি রোগীদের বাড়িতে যেতে লাগলেন, তাদেরকে সঙ্গ দিতে লাগলেন। চাকরির দাবিতে যে সমস্ত নেতারা আন্দোলন করছিলেন, যারা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী বা উদারপন্থী বলে মনে করতেন বেথুন তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। বেথুন এখন সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ। তাঁর নিজের কথায়, "তারা আমাকে নতুন সান্মানিক ডিগ্রী প্রদান করেছে। আমি এখন মেডিসিনের ডাক্তার, Royal College of Medicine-এর সহকর্মী এবং "কমরেড বেথ"। "কমরেড বেথ" — আমার কাছে নতুন এক সাম্মানিক উপাধি। আমার মনে হচ্ছে আমি নতুন রাস্তায় পা ফেলেছি।

১৯৩৫ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যান International Psychological Congress-এ যোগ দিতে। লেনিনগ্রাদ-এ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের অবসর সময়ে বেথুন ওখানকার যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন।

রাশিয়া থেকে ফিরে আসার পর ২০-৯-৩৫-এ মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বলেন "যক্ষ্মা রোগ দূরীকরনে রাশিয়ানরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেটা দেখবার জন্যই আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম।"

ঠিক সেই সময় ফ্যাসিবাদ এগিয়ে আসছিল মাদ্রিদের দিকে। স্প্যানিশ গনতন্ত্রকে সাহায্য করার জন্য টরোন্টোয় গঠিত হয়েছিল একটা কমিটি। এই কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল — কানাডায় একজনই আছেন যিনি কানাডা ইউনিটের প্রধান হতে পারবেন। তিনি হলেন ডাঃ বেথুন। বেথুন বললেন, "উন্মত্ততা খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। ওরা শুরু করেছে জার্মানিতে, জাপানে। এখন স্পেনে। ওরা সারা পৃথিবীটাকে কষাইখানা বানিয়ে ছাড়বে।"

১৯৩৬ সালের ৩-রা নভেম্বর বেথুন মাদ্রিদে গিয়ে পৌঁছান। মাঝে মধ্যেই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ চলছে। কার্ফিউ কবলিত মাদ্রিদ শহর। টানা সাঁইত্রিশ দিন ধরে শহরটা জীবনের জন্য লড়াই চালিয়ে গেছিল।

শহরের মিলিটারি হাসপাতালগুলো দ্রুত পরিদর্শন করলেন বেথুন। সেখানে এত বেশি চাপা উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তা যে মিলিটারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজকর্ম কেমন চলছে তার কোন উত্তরই পেলেন না বেথুন। তিনি সেনাবাহিনীর সার্জেনদের সঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরতে এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসার করতে লাগলেন।

সৈনিকদের সঠিকভাবে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেথুনের মাথায় আসে। তিনি International Brigade-এর প্রধান ডাক্তার Kisch-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল — রক্ত সঞ্চয়ের বিষয়। বেথুন প্রস্তাব দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের রক্তের প্রয়োজন হলে একজনের শরীর থেকে সরাসরি আহত সৈনিকের দেহে রক্ত সঞ্চালন ভীষণ জরুরী। এইভাবে আহত সৈনিকদের মৃত্যুর হার অনেক কমানো যাবে।

শহরের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটা ভ্রাম্যমান গোষ্ঠী গড়ে তুললেন। এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের দেহে সরাসরি রক্তদান করত। এইভাবে ডাঃ বেথুন চিকিৎসা জগতে একটা ইতিহাস তৈরী করতে পেরেছিলেন।

১৯৩৬ সালের ৬-ই ডিসেম্বর বেথুন মাদ্রিদে ফিরে এলেন এবং স্পেন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটা রক্তসঞ্চালন ইউনিট গড়ে তুললেন। তার দশদিন পরে ভ্রাম্যমান Spanish - Canadian blood unit ইউনিভার্সিটি শহরে সংগৃহীত রক্তসঞ্চালন কর্মসূচী পালন করে।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর — এই দুই মাস ফ্র্যাঙ্কো মাদ্রিদ শহরকে যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছিল। বেথুন চিন্তা করলেন তাঁর ইউনিটের কর্মপরিধি বিস্তার করার। ১৯৩৭ সালের ৪-ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি Malaga-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। Malaga ছিল একটা বিপজ্জনক জায়গা। তাঁরা উপকূলের এলাকা দিয়ে যেতে লাগলেন। যাত্রাপথের সমস্ত রাস্তায় তাঁরা অনুভব করলেন একটা চাপা উত্তেজনা। ১০-ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা Almeria-তে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা শুনলেন সবচেয়ে খারাপ খবরটা। Malaga-র পতন হয়েছে। ফ্যাসিস্টদের থেকে তাঁরা ১৬৯ কিলোমিটার দূরে ছিলেন।

যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন হাজার হাজার বৃদ্ধ, যুবক, শিশুরা শরনার্থী শিবির থেকে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

বেথুনদের ট্রাক চলছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। দুপাশে আখের ক্ষেত। বেথুন ট্রাক থেকে সবকিছু নামিয়ে দিয়ে সেই ট্রাকে তুললেন শিশুদের। নিয়ে গেলেন Almaria-য়। অবস্থা এত ভয়ঙ্কর যে ডাঃ বেথুন এবং তাঁর সাথীদের অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত ছিল না।

Almaria-র স্মৃতি বেথুনের মনে গভীর রেখাপাত করে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তণ করার, নিজের সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবার, নিজেকে লৌহকঠিন মনের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শপথ গ্রহন করেন।

মাদ্রিদে ফিরে এসে তিনি অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে তাঁর Blood unit-এর কাজ শুরু করেন।

Malaga থেকেই বেথুন একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সেটা হলো — যুদ্ধ হাজার হাজার যে সমস্ত শিশুদের অনাথ করে দিয়েছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়। এজন্য Spanish Aid Committeeর সাহায্যে তিনি বার্সিলোনাতে শিশুদের জন্য দুটো গ্রাম স্থাপন করেন।

রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির সাফল্য আহত সৈনিকদের মৃত্যুর হার কমিয়ে দিয়েছে। মনের দিক থেকে যথেষ্ট উৎফুল্ল বেথুন। এবার তাই বাড়ি ফেরার পালা। ১৯৩৭ সালের ১৮-ই জুন বেথুন মন্ট্রিলে পৌঁছলেন। স্টেশনের বাইরে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেন, "আমি একজন ডাক্তার। একজন সার্জেন। জীবন বাঁচানোই আমার কাজ। আমি রাজনীতিবিদ নই। কিন্তু আমি স্পেনে গিয়েছিলাম কারন রাজনীতিকরা স্পেনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন।" তাঁর এক ভাষণে বেথুন বলেন, "স্পেনের ২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত। এবার এই আক্রমন ছড়িয়েছে চীনদেশে। এই ধরনের আক্রমন যদি চলতে থাকে তাহলে পৃথিবীর কোথায় নর, নারী শিশুরা আজ নিরাপদ ?"

এই সমস্ত চিন্তাভাবনাই ডাঃ বেথুনকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

সার্জেন হিসেবে তিনি স্পেনে ফিরে আসার প্রত্যাশা করছিলেন কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে চীনদেশে জনগনের প্রতিরোধ আন্দোলন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ডাক্তার হিসেবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার কোন ইচ্ছা বেথুনের ছিল না। স্পেনের সাহায্যের প্রয়োজন

ছিল। কিছু সাহায্যও সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের থেকেও চীনদেশে ডাক্তারদের প্রয়োজন আরো বেশি ছিল। সেজন্য নিউইয়র্কে সান-ইয়েত-সেন-এর নেতৃত্বে China Aid Control নামে যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তার কর্মসূচী ছিল, উত্তর চীনে যে সমস্ত গেরিলারা জাপাণীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল সেইসমস্ত আহত গেরিলাসৈনিকদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পাঠানো। বেথুন স্বেচ্ছায় গেরিলাসৈনিকদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিমের সঙ্গে উত্তর চীনদেশে পাড়ি দিলেন।

চীনদেশে যাওয়ার প্রাককালে বেথুন এক চিঠিতে স্ত্রী ফ্রান্সিসকে লেখেন "স্পেন এবং চীন একই যুদ্ধের অংশ। আমি চীনে যাচ্ছি কারণ আমি মনে করি ওখানে প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি এবং ওখানে আমি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারব।"

১৯৩৮ সালের ২০-এ জানুয়ারী বেথুন হংকং-এ পৌঁছান।

এই সময়ে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় কারন চিয়াং কাই-সেক-এর নেতৃত্বে যে জাতীয় সরকার ছিল সেই সরকার চীনের শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল।

এই সুযোগটাই গ্রহণ করল জাপান। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল চীনের ওপর।

এই সময় মাও-সে-তুঙ এর নেতৃত্বে চীনে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল। শুরু হলো জাপানীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ।

১৯৩৮-এর ২৮-এ ফেব্রুয়ারী। বেথুনকে পৌঁছতে হবে ইয়েনান-এ। ৩০০ মাইল অতিক্রম করে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও খচ্চরের পিঠে চড়ে বেথুন ইয়েনান-এ পৌঁছলেন। নষ্ট করার মতন সময় নেই একটুও। বেথুন আহত সৈনিক এবং সাধারণ নাগরিকদেরও চিকিৎসা করতে শুরু করে দিলেন।

ইয়েনান-এ পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুঙ এর এক সম্মেলনে বেথুনকে আমন্ত্রন জানানো হয়। বেথুন স্পেনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা মাও-কে জানান এবং রক্তদাতাদের ভ্রাম্যমান গোষ্ঠীর চালু করার পক্ষে সম্মতিদেন তিনি।

তিন সপ্তাহ ইয়েনান-ও কাটান বেথুন। ১৯৩৮-এর ২৪ এপ্রিল বেথুন এবং তাঁর

দলবল ইয়েনান-এর ২০০ মাইল উত্তরের হাসপাতালগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। রাস্তা যেখানে আর নেই, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পথ চলা।

জুন মাসে বেথুন পৌছলেন চিন-চা-চি-তে। তিনি লিখলেন, "আমি এখন মারাত্মক যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে থেকে তার ভয়াবহতার স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছি।"

এসময়ে তাঁর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি নিউ ইয়র্কে China Aid Council কে লিখললেন তাঁর প্রয়োজনের কথা। তিনি আরও লিখেছিলেন, "আজকে আমি আটটা অপারেশন করেছি। আমি ক্লান্ত বটে কিন্তু ভীষণ তৃপ্ত।"

বেথুনকে চিন-চা-চির 8th Army Route এর মেডিকেল প্রধান করা হয় এবং চিন-চা-চি সরকারের চিকিৎসাবিষয়ক উপদেষ্টা পদে উন্নীত করা হয়।

নতুন ভূমিকায় তাঁর প্রধান কাজ হয় চিন-চা-চির বিভিন্ন হাসপাতালগুলোর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা।

একদিন উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে ৫৬ জন আহত সৈনিকদের নিয়ে আসা হয় তাঁর কাছে। বেথুন দেখলেন মারাত্মক আহত এই সৈনিকরা শল্যচিকিৎসার ফলে ভাল হয়ে যাবে। সেই জন্য প্রয়োজন স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের। তাঁরই উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের একটা গোষ্ঠী চীনে তৈরী হয়েছিল।

চিন-চা-চি-তে একটা মডেল হাসপাতাল স্থাপন করলেন বেথুন। এই হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীদের শৃঙ্খলা পরায়ণ হতে শিখিয়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁদের বলতেন, "কথা কখনও কাজের বিকল্প হতে পারে না। কাজকে বর্ণনা করার জন্য মানুষই কথা আবিষ্কার করেছে। সুতরাং প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কথাকে ব্যবহার করুন।"

এই নীতি অনুসরণ করেই মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মডেল হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন লোককাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। বলা হতো বেথুন এমন একজন মানুষ যিনি কখনও ক্লান্ত হন না। পাহাড়চূড়ায় উঠে তিনি আহতদেরকে শুশ্রুষা করতে পারেন। খোলা আকাশের নীচে, গ্রামের কোন কুটীরে অথবা পাহাড়ের গুহাতে যখন সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষার কাজ থাকত না — একমাত্র তখনই তিনি ঘুমোতেন।

গড়ে প্রতিদিন বেথুন দশটি করে অপারেশন করতেন। নতুন মেডিকেল টিম গঠন করার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতেন এবং মেডিকেল টিমকে তাদের বিভিন্ন কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতেন। তিনি ডাক্তারদের বলতেন, "আহত সৈনিকরা আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য আসবে সেকথা ভাববেন না। আপনারাই আহত সৈনিকের কাছে যাবেন।"

জাপানীরা চলে গেল। শহরের লোকেরা তাদের বাড়িঘরদোর পুনর্গঠন করতে লাগল। শুধু তাই নয়, তারা প্রস্তুত থাকল জাপানীদের পুনরায় আক্রমন প্রতিরোধের ব্যাপারে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেথুনের মেডিকেল টিম উ-তাই-সান-এ গেল জেনারেল নেই-ওর সঙ্গে আলোচনা করতে।

শকটযানে করে বেথুন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে লাগলেন এবং ২৪ ঘন্টাই নিমগ্ন থাকলেন আহত সৈনিকদের চিকিৎসার কাজে।

একদিন চীনা ভাষায় বেথুন তাঁর ভাষণে বললেন, "এই প্রথম আমি চীনা ভাষায় আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। আমাদের আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করার জন্য আমি গর্বিত। কানাডা এবং আমেরিকাতেও অনেকে আছেন যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন। আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করে, লড়াই করে গর্বিত। আমার জীবনের বাকী সময়টাতে আমি আপনাদের সঙ্গে থেকে কাজ করব, লড়াই চালিয়ে যাব।"

বেশ কিছুকাল পর জাপান আবার বিভিন্ন গ্রামে বোমাবর্ষণ শুরু করল। বেথুন এবং তাঁর দলবল একের পর এক আহতদের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আমার মতে জাপান কখনই এই দেশ জয় করতে পারবে না। বাস্তবিক পক্ষেই এটা অসম্ভব। তার প্রধান কারন হলো দেশটা আয়তনে বিশাল, বিপুল এই দেশের জনসংখ্যা এবং তার চেয়েও বড় এদেশের জনসাধারনের দেশাত্মবোধ।"

ঠিক এই সময় বেথুনের হাতের আঙুলে ক্ষত থেকে সংক্রমন দেখা দেয়। সহকর্মীরা তাঁকে বলেন সংক্রমন একেবারে সেরে গেলে তিনি যেন অপারেশন শুরু করেন। কিন্তু বেথুন তাঁদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন না। পরেরদিন সকালেই তিনি অন্য স্টেশনে চলে যান। তাঁর চোখদুটো ঘোলাটে বর্ন ধারণ করল। গা-পুড়ে যাচ্ছিল প্রচন্ড জ্বরে। মনে হচ্ছিল যন্ত্রনায় হাতটা ফেটে যাবে।

এই অবস্থার মধ্যে থেকেও বেথুন তাঁর সহকর্মীদের বললেন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে। সহকর্মীরা জোর করে বিরত করলেন তাঁকে। পরের দিন তাঁর হাতের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সংক্রমন ছড়িয়ে পড়ল হাতের কনুই পর্যন্ত।

১৯৩৯ সালের ৯-ই নভেম্বর। বেথুনের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। তিনি ইয়োলোস্টোন গ্রামে পৌছলেন। তাঁর অমূল্য জীবন বাঁচানোর জন্যে ডাক্তারবাবুরা সমস্ত জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।

মৃত্যুশয্যায় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত হলো তাঁর শেষ বার্তা "লড়াই করো। লড়াই চালিয়ে যাও। ঐক্যবদ্ধ হও।"

মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং যোদ্ধা নর্মান বেথুন ১৯৩৯ সালের ১৩-ই নভেম্বর প্রত্যূষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালের ২১-এ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান মাও নর্মান বেথুনের স্মৃতিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি চীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন বেথুনের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে।

১৯৫২ সালে সিয়া চিয়া চুং শহরে শহীদের সমাধিতে বেথুনের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হয়। মহান এই যোদ্ধা সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে চিরকাল আসীন থাকবেন।

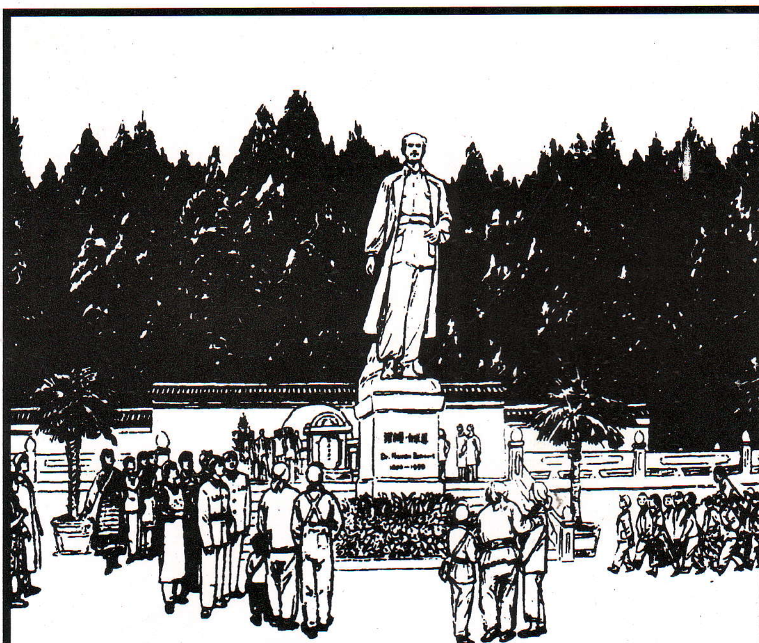

আমার চেতনা,

কমরেড বেথুনের মধ্যে

সন্ধান দিয়েছে সেই মানুষকে

যার প্রতিটি পদক্ষেপের

মধ্যে পাওয়া যায় একটি

মহত্তম জীবন।

বিমল চ্যাটার্জী

১৯৬৮

আভ্যন্তরিণ প্রচারের জন্য

প্রকাশক ঃ শ্রী পেলব মুখার্জী, ৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৪৫

মুদ্রণে ঃ স্কাইটেক এন্টারপ্রাইজেস্, ৩৯১/১১৮, পি. এ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৬৮, মোবাইল ঃ ৯৮৩০৩১০৯৩২